দৈনিক
ইনকিলাব
20 FEB 2007

শিক্ষক নির্যাতনের 'নীলকুঠি' মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ উপদেষ্টা : সহসাই শুদ্ধি অভিযান

ইনকিলাব রিপোর্ট

শিক্ষক হয়রানি ও নির্যাতনের 'নীলকুঠিতে' পরিণত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। নিয়োগ-বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, এলপিআর, এমপিও, স্বীকৃতি, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, শাখা খোলার অনুমতিসহ অধীনস্থ সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এই সংস্থাটিতে শিক্ষক কর্মচারীদের সেবার নামে চলছে গণেচ্ছ নির্যাতন। ঠুনকো অজুহাতে বেতন বন্ধ আর চাকরিচ্যুতির ৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক নির্যাতনের নীলকুঠি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনা ঘটছে হরহ। যার কারণে খাতি পোশাকের প্রহরী আর প্রাচীর ঘেরা এই শিক্ষা ভবনের নাম এখন শিক্ষক নির্যাতনের 'নীলকুঠি'। জীবন-জীবিকার তাগিদে যেসব শিক্ষক কর্মচারী কোন কাজে একবার শিক্ষা ভবনে বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আসেন ফের নিরুপায় না হলে তিনি ভুলেও এ মুখো হন না বলে তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী শিক্ষকের সংখ্যা অসংখ্য। মাউশিতে যুগ যুগের ধারাবাহিকতায় চলছে শিক্ষক কর্মচারী নির্যাতন। এ নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নগদ লেনদেন। কারো মতে এ অধিদপ্তরে আসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এক হাজার থেকে লাখ লাখ টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। এ অধিদপ্তর নিয়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনে এমপিও ছাড়া সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নামে বছরে শত-কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হচ্ছে। ঘুষ ছাড়া মাউশিতে কোন কাজ হয় না। ন্যায়নীতির কথা এখানে হাস্যকর। অবস্থা এমন যে, মাউশিতে নিয়োজিতদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি সকলকে 'ন্যায় কাজে প্রতিবন্ধকতা আর অন্যায়ে সহযোগিতার' এসাইনমেন্টপ্রাপ্ত। এদের একটি অংশ সিন্ডিকেটবদ্ধ। বাকিরা রাজনৈতিক ক্যাডার, শিক্ষা ভবনের ভেতরে অবস্থানকারী অবৈধ অধিবাসী, বহিরাগত তদবিরবাজ, বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠনের চিহ্নিত কতিপয় নেতার দ্বারা ঘুষের টাকা লেনদেন করেন। যত ন্যায্য কাজই হোক না কেন, ঘুষের চুক্তি ছাড়া আবেদন জমা পড়লে সে আবেদনের ফাইলসহ গায়েব হয়ে যায়।

এ প্রতিষ্ঠানে যত নীতিবান বা সৎ ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মেয়াদেই অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেনের কারবার তত বেশী হয়েছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠনের চিহ্নিত কতিপয় নেতার দৌরাত্ম্যে অনেক মহাপরিচালককে বিব্রত হতে হয়েছে। এর উর্ধে নন বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিনও। মাউশিকে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রভাবমুক্ত করতে গিয়ে প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ ও প্রফেসর দিলারা হাফিজ নানা পর্যায় থেকে হুমকির মুখে পড়েছেন। ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং চিহ্নিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের শিক্ষা ভবন থেকে অন্যত্র বদলির জন্য সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের হস্তক্ষেপ চেয়েও পাননি প্রফেসর দিলারা হাফিজ। মন্ত্রীর বিভিন্ন যুক্তিতর্কে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দিলারা হাফিজের।

সরকার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন হয় মাউশির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তা। বহাল থাকে কর্মচারীরা। প্রতি দু'বছর অন্তর কর্মকর্তা বদলের নীতিমালা থাকলেও সে নীতিমালা অকার্যকর। ৩ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত মাউশিতে বহাল রয়েছেন অন্তত ২০ জন কর্মকর্তা। সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদে রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ক্ষমতাধর মন্ত্রী-নেতাদের তদবিরে এসব কর্মকর্তা মাউশিতে নিয়োগ বাগিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর সম্পদের মালিক বনে গেছেন। ঘুষের বিনিময়ে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে এই সব কর্মকর্তা শিক্ষা খাতের শত শত কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করেছেন। বিগত সরকারের আমলে মাউশির লোভনীয় পদে নিয়োগ লাভ করে বর্তমান পর্যন্ত তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে বহাল রয়েছেন এমন সব অভিযুক্ত কর্মকর্তার তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তারা হচ্ছেন- মাধ্যমিক স্তরের পরিচালক খোরশেদ আলম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মাহমুদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (বেসরকারী কলেজ) মফিজউদ্দিন ভূঁইয়া, উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) আব্দুস সবুর, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক) মনোয়ারা বেগম প্রমুখ। চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ না দেয়া, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ঠুনকো সব অজুহাতে এসব কর্মকর্তার দ্বারা গত পাঁচ বছরে চাকরিচ্যুত হয়েছেন কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী।

একইভাবে বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আরো কয়েক হাজার শিক্ষক কর্মচারীর।

শিক্ষক নির্যাতনের কারণে শিক্ষকমহলে নীলকুঠি হিসেবে চিহ্নিত মাউশির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ইনকিলাবের এ প্রতিবেদকের সাথে বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন আলাপকালে বলেন, একসাথে সব কিছু করা যাবে না। আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব অনিয়ম, দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করব। শিক্ষা উপদেষ্টা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন এ মহাপরিচালক।

চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় ৩ মাস পরে সাবেক সচিব আইয়ুব কাদরী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতি নিয়ে ইনকিলাবসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারই সূত্র ধরে শিক্ষা উপদেষ্টা গতকাল (সোমবার) সকাল ১১টায় আকস্মিকভাবে মাউশি পরিদর্শনে যান। তার সাথে ছিলেন শিক্ষা সচিব। উপদেষ্টার আকস্মিক এ পরিদর্শনে তাক লেগে গেছে অনেক কর্মকর্তার। মাউশি মহাপরিচালকের বিভিন্ন ফ্লোরে ওএসডি শিক্ষক, তদবিরকারীদের ভিড়, কর্মকর্তাদের কক্ষে ভেতরে বহিরাগতদের জটলা দেখে অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন উপদেষ্টা। তাৎক্ষণিকভাবে ওএসডি শিক্ষকদের শূন্যপদসাপেক্ষে পদায়নের নির্দেশ দিয়েছেন মহাপরিচালককে। সচিবকে নিয়ে উপদেষ্টার আকস্মিক পরিদর্শনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সহসাই মাউশিতে শুদ্ধি অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।